চাঁদাবাজির ভিডিও ভাইরাল: এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে ৪৮ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

ঢাকায় সোহাগ নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে যখন চাঁদাবাজি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র এক কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে বড় অঙ্কের চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে দিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ও শিক্ষাবিদ ড. এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান।

রোববার (১৩ জুলাই) বিকেলে নিজের ফেসবুক ওয়ালে একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি, যা মুহূর্তেই সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটি চলতি বছরের ১৪ মে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ধারণ করা। এতে দেখা যায়, এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ইমামুর রশিদ ইমন এক নারীর কাছ থেকে সাত লাখ টাকা নিচ্ছেন। টাকা দেওয়ার সময় ওই নারী বলেন, "এখানে সাত লাখ টাকা, ১০ লাখ থাকার কথা ছিল ভাইয়া। একটু ক্রাইসিস বুঝেন না।" ইমন জবাবে বলেন, "ভাইকে বলছেন?" নারী বলেন, "হ্যাঁ বলেছি।"

ভিডিওতে 'ভাই' বলে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

ভিডিওতে দেখা যাওয়া ওই নারী নিজেকে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা দাবি করে বলেন, এনসিপি নেতারা তাকে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সময় সময় তার কাছ থেকে মোট ৪৮ লাখ টাকা নিয়েছেন। কিন্তু কোনো প্রকল্প বা কাজ তিনি পাননি বলে অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে ইমামুর রশিদ ইমন ফেসবুক পোস্টে দাবি করেন, ভিডিওতে যাঁর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, তিনি গত মে মাসে নিজ থেকেই পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়ে এসে পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্বেচ্ছায় ডোনেশনের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে তিনি ১০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা জানালে পার্টির পক্ষ থেকে ফান্ড সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়, যা তিনি পালন করে কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেন। ইমন বলেন, "আমি কেবল দায়িত্ব পালন করেছি, এর বাইরে কোনো অনৈতিক কিছু করিনি।" তার দাবি, ওই নারী পরবর্তীতে পার্টির শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা চাইলে তা না পেয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে ভিডিওটি গোপনে ধারণ করে ছড়িয়ে দেন। অভিযোগে উল্লিখিত ৪৮ লাখ টাকার তথ্য ও ডোনেশনের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগকে তিনি "সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে উল্লেখ করেন।

এনসিপির বিরুদ্ধে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিক নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ ও নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে, এনসিপি নেতা গাজী সালাউদ্দিন তানভীরের বিরুদ্ধে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ওই অভিযোগ সামনে আসার পর তাকে দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

চাঁদাবাজি নিয়ে এসব অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্বস্তি তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষ ও বিশ্লেষকদের মতে, এ ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ীদের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।